চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ কৃপা সিন্ধু মৃধা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গত বুধবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এ অবস্থিত ডিলাক্স নামক বাস কাউন্টারের সামনে পৌঁছালে পলাতক আসামী মোঃ আব্দুর রউফ ওরফে রব (৪৫), পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-দিগড়ী ইসলামপুর (ডোমচারা), থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় এবং উক্ত ফেনসিডিল পুলিশ উদ্ধার করে।

পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএস এফ পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে ৫ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক কুমারকে (৩৫) সীমান্তরক্ষী বাহীনি বিএস এফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আটককৃত অভিষেক কুমার ভারতের ঝাড়কান্ড প্রদেশের জারিদি জেলার গান্ধীনগর থানার জারিদি বাজার পাড়ার ঘনশ্যামের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে এ হস্তান্তর করা হয়। অভিষেক কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা পুস্পা দেবী তাকে গ্রহন করতে সীমান্তের শৃন্য রেখায় আসেন।

পুলিশ জানায় ২০১৯ সালের ২১ জুলাই রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলো। এ সময় বিজিবি অভিষেক কুমারকে আটক করে। পরে তাকে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিষেক কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের করেন মামলা যার নং ১০। এরপর ২২ মার্চ ২০২২ সালের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বহিরাগমন-১ থেকে ভারত প্রত্যাবাসনের চিঠি প্রেরণ করে।

কিন্তু অভিষেকের পারিবারের সন্ধান না পাওয়ায় দায়িত্বশীল কারো কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা একাত্তর টিভির জেষ্ঠ্য চিত্রসাংবাদিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ মো: শামসুল হুদার প্রত্যাবাসন বিষয়ক বেশ কিছু সাফল্যের কথা জানতে পেরে অভিষেককে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক অভিষেক কুমার ।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার এনামৃল হক, হাবিলদার সাকার উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ইনচার্জ জিললু রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই আতিক হাসান, এ এস আই মোমিন এ এস আই সায়মুন। ভারতের গেঁদে বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এসি বিতাশা, এস আই পি মুর্খার্জি, এসআই মজুমদার, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ জেসি দে, কাস্টমস কর্মকর্তা রামাতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এএসআই তন্ময় দাস, ডিআইবি সাধন মন্ডল, রেডক্রস প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে জেলা পুলিশের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে ফেব্রুয়ারি মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় মামলা নিষ্পত্তি, নিয়মিত মামলায় আসামি গ্রেফতার, ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন ডিউটি, হোন্ডা মোবাইল, জাল টাকা/ অজ্ঞানপার্টি/ মলমপার্টি চক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র-গুলি, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার, ভাড়াটিয়া তথ্যফরম পূরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা/ গুজব রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং, নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য কেনাকাটা শেষে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছাতে পারে সে ব্যাপারে হাইওয়ে ও লোকাল রাস্তায় দিবা-রাত্রি পুলিশী বৃদ্ধি করার নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ সুপার সকল অফিসার ও ফোর্সের অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানাসহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, ইন্সপেক্টর ক্রাইম, ডিএসবি, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন) সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগণ।

হরিণাকুণ্ডুতে অবৈধ সীসা কারখানা সিলগালা, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার চারাতলা নামক স্থানে অবৈধ সীসা কারখানার বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এবিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর খবর পেয়ে গতকাল বুধবার বিকালে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন হরিণাকুন্ডু উপজেলার এসিল্যান্ড ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপমা রায়। অভিযানের সময় ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুস্তাছির রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর ধরে চারাতলা বাজারের পাশে পায়রাডাঙ্গা গ্রামের ডালিম মন্ডল তার জমি ভাড়া দিয়ে এই অবৈধ কারখানা পরিচালনা করতে সহায়তা করে আসছিলেন। গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে চারাতলা বাজারের নির্জন স্থানে অবৈধ সীসা কারখানায় পুরানো ব্যাটারি থেকে সীসা সংগ্রহের কাজ করে আসছিল। এই কারখানা থেকে তীব্র ঝাঝালো এসিডের গন্ধে এলাকার পরিবশে বিপন্ন হতো।

গতকাল শিতলী গ্রামের আলো জোর্য়ারদার অভিযোগ করেন, বুধবার ওই কারখানার পাশে তার ৮টি গরু ঘাস খাচ্ছিল। বিষক্রিয়ায় তার গরুর পাল অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ি আনার পর তিনটি গরু মারা যায়। বাকী পাঁচটি গরু তড়িঘড়ি করে স্থানীয় ইবাদত কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, এর আগে ভালকী গ্রামের খেলাফৎ ও পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কলিম উদ্দীনসহ একাধিক কৃষকের ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এসব গরুর দাম প্রায় ১৫ লাখ টাকা হবে। এই অবৈধ সীসা কারখানা উচ্ছেদের জন্য এলাকাবাসি বহুবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসন ও ঝিনাাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানালেও তারা অদৃশ্য কারণে তা বন্ধ করেনি। অবশেষে বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরুর মৃত্যুর পর বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে কারখানাটি সিলগালা করা হয়।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান এর আগে সদর উপজেলার আসাননগর, বংকিরা, বৈডাঙ্গা ও হরিশংকরপুর গ্রামে এই কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করে গ্রামবাসির প্রবল বাঁধার মুখে বিতাড়িত হয়। কারখানা পরিচালক গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জানান, “তিনি ঘাটে ঘাটে টাকা দিয়ে এই কারখখানা চালিয়ে আসছিলেন। আমার টাকা সবার পকেটে আছে। তিনি দাবী করেন ৪০ জায়গায় তিনি মাসিক টাকা দিয়ে এই ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন”।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান জানান, আমার লোকবল নেই। একটা অভিযান পরিচালনা করতে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ। কিন্তু অফিসের কোন বরাদ্দ নেই। তিনি বলেন, বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৯ দোকানিকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় রমজানের দ্বিতীয় দিনে বাজার তদারকিতে নেমেছিল ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা ছাড়াও পৌর শহরের ৯টি দোকানিকে অতি মুনাফার জন্য সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

তবে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল ঘুরে আসার পরপরই দাম বাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগের কথা বলছে উপজেলা প্রশাসন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরবাজারে আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং করতে দেখা যায়। বর্ধিত দামে বিক্রি হওয়া খেজুর, তরমুজ, শসা, ডালসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। পরীক্ষা করেছেন ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ। এরমধ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যবিক্রির দায়ে ৯ ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল চলে আসার পর পরই এসব ফল, শসা ও মুদির দোকানে আবার অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে দেখা গেছে।

মেহেরপুর বিআরটিএ অফিসে দুদকের অভিযান, দুই যুবকের জেল জরিমানা

মেহেরপুর বিআরটিএ অফিস অভিযান পরিচালনা করে সরকারি কাজে বাধা প্রদান করায় দুই যুবককে জেলা ও জরিমনা করেছে দুদকের একটি টিম।

আজ বুধবার (১৩ মার্চ) দুপুরে দুদুক সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সরকারি কাজে বাঁধা প্রদান করায় নাজমুস সাকিব ও শাওন খান নামের দুই যুবককে আটক করেন তিনি।

পরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবির হোসেন সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় নাজমুস সাকিবকে ২০০ টাকা জরিমানা এবং শাওন খানকে ৩দিনের জেল ও ২০০টাকা জরিমানা করেন। দণ্ডিত শাওন খান মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার এবং নাজমুস শাকিব স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা।

দুদকের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনায় স্বর্ন চোরাচালানী

মামলায় কাউন্সিলর বিল্লাল গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় স্বর্ন চোরাচালানী মামলায় দর্শনা ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিল্লাল হোসেনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত বিল্লাল হোসেন দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নৃর ইসলামের ছেলে।

জানাযায়, আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় শ্যামপুর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাউন্সিলর বিল্লাল হোসেনের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

কাউন্সিলর বিল্লালের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় ২০২১ সালের ১৯ আগষ্ট স্বর্ন চোরাচালানী নিয়মিত মামলার আসামি। যার নং জি আর ১০০/২১ মামলা নং ১০।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রদর্শনে উপজেলা কৃষি অফিসার

দামুড়হুদা উপজেলায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রদর্শনীর ১শত ২১ জন কৃষকের মাঝে গাছের চারা ও বিভিন্ন সবজির বীজ বিতরণ করলেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি বিভাগের উদ্যেগে উপজেলা চত্তরে এ বিতরণ করা হয়।

জানাযায়, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে থাকা এক টুকরা জমিতে গড়ে তুলুন পারিবারিক পুষ্টি বাগান। কৃষিতে এক নতুন দিগন্ত এনেছে পারিবারিক পুষ্টি বাগান। এতে একদিকে পুষ্টির চাহিদা মিটছে, অন্যদিকে বাড়তি ফসল বিক্রি করে আয়ও হচ্ছে। দামুড়হুদা উপজেলায় বাহুবলে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত ও পরিবারের নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা পূরণে গড়ে তোলা হবে এ সবজি বাগান। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলায় ১ শত ২১জন কৃষকের মধ্যে লাল শাক,পুইশাক,কলমি শাক,লাউবীজ,ভেন্ডির বীজ,রববটির বীজ,মিষ্টি কুমড়ার বীজসহ ১৭ প্রজাতির বীজ,জৈব সার,নেট,দড়ি বীজ রাখার ঢম,আম রুপালির চারা,পেয়ারার চারা,কুলের চারা,কমলার চারা, পাতি লেবুর চারা পেঁপের চারা দেওয়া হয়।

এ সময় উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, আপনার বাড়ির আঙ্গিনা যেন কোন জমি পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার আপনাদের প্রণোদনা দিয়েছেন। সেটা আপনারা যথাযত ব্যবহার করবেন।এক দিকে যেমন বিষ মুক্ত পুষ্টি সবজি পাবেন।পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে সংসারের সহযোগিতা করতে পারবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার বৃন্দ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এমপি ছেলুন কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার কে সংবর্ধনা ও

মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি।

তিনি বলেন আপনারা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে আছেন, প্রত্যেক দপ্তরেই সমস্যা আছে, সমস্যা চিহ্নিত করে স্ব স্ব দপ্তরে প্রেরন করেন এবং ঐ কপি আমাকে দেবেন, কারন তদবির ছাড়া কোন কাজই ঠিকমত হয় না। সমস্যা আছে সমাধানও আছে, তিনি পৌর সভা সম্পর্কে বলেন দীর্ঘবছর ধরে পৌর ভবন নির্মানের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্ধ এসেছিল, জমি অধিগ্রহন হয়েছে কিন্ত বিল্ডিং হয়নি, মীর মহি থেকে গনুমিয়া কেউ পৌর ভবন নির্মান করেন নি। সেই ভবন নির্মানের টাকা কি হয়েছে সেটাও জানা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে বলেন আপনারা বলছেন দুই সিফট শিক্ষা কার্যক্রম চালাবেন, কিন্ত আমি জানি আপনারা সঠিক ভাবে এক সিফট চালাতে পারবেন না, কারন কোন স্কুলে ৮/৯ জন কোন স্কুলে মাত্র ৩ জন শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, আমার কাছে খবর আছে শিক্ষকরা কেউ কেউ বাড়ীর কাছে স্কুল হওয়ার কারনে ক্ষেত খামার পরিচর্চা করে এসে স্কুল করেন,আবার মেয়ে শিক্ষকরা বসে বসে সোয়েটার বোনে।আপনারা কিছু মনে নেবেন না কারন দেশটা আমাদের সকলের, এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আপনাদের সহায়তা লাগবে।

সমাজ সেবা বিভাগ সম্পর্কে বলেন আপনারা বলছে দামুড়হুদার চাইতে আলমডাঙ্গা ভাতা কম পান, কারন হিসেবে এমপি ছেলুন বলেন তৎকালিন এমপি মোজাম্মেল হক জীবন নগর ও দামুড় হুদা দুই উপজেলার শতভাগ লোক গরীব দেখিয়েছে, যে কারনে আলমডাঙ্গায় লোক সংখ্যা বেশি হলেও তাদের থেকে ভাতা কম পাচ্ছি আমরা, তবে আপনারা উপরে লেখেন, আমি তদবির করে দেখব। এভাবে আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যেক অফিস প্রধানের সাথে মতবিনিময় করেন।

তিনি আরও বলেন আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি,আপনারা নিজ নিজ অফিসের মাধ্যমে সমস্যা তুলে ধরেন, আমি কাজ করতে ভয় পাইনা, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি আপনাদের সাথে নিয়ে যে সমস্ত অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলি শেষ করব।

উপজেলা পরিষদের ভবন নির্মানের বিষয়ে তিনি একই কথা বলেন আপনারা টাকার বরাদ্ধ চেয়ে দরখাস্ত করে আমাকে কপি দেবেন আমি তদবির করে

বের করে আনব। তবে সকলে সুষ্ট ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে কেন ডায়গোনেস্টিক সেন্টার হল তার জবাব চান, তখন সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস বলেন তৎকালিন কমান্ডার শফিউর রহমান জোয়ার্দের ও তৎকালিন ইউএনও করে গেছেন।এমপি তাদের নোটিশ করতে বলেন,যেন অচিরে ভবনটি মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এসে যেন কষ্ট না পায়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, হারদী স্বাস্থ কমপ্লেকরসের মেডিকেল অফিসার সাঃ নাজনীন সুলতানা কনা, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খনাদকার মজিবুল হক। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনেস্ট্রক্টর জামাল উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, প্রেসক্লাবের সাধারন সমরপাদক হামিদুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম প্রমুখ। এর আগে তিনি উপজেলা এসে পৌছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মতবিনিময় শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমপিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এবং উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এমপি ছেলুনকে কৃষি পন্য মাশরুম, রঙিন ফুলকপিসহ কয়েক রকমের কৃষি পন্য উপহার দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান জরিমানা ও বন্ধ ঘোষণা

দামুড়হুদা উপজেলায় লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা, নোংরা পরিবেশসহ ভুয়া ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিকসহ

সিলগালা করা হয়। পাশাপাশি বন্ধ করে দেয়া হয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালে অভিযান চালান দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, এসময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যামাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কার্পাসডাঙ্গা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মি. প্রসাদকে ৩০ হাজার টাকা, মা মেডিকেল ল্যাবের মালিক লুইসকে ১৫ হাজার টাকা, জহির ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিক জহির মেম্বারকে ১০ হাজার টাকা, এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক শাওনকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত। এসময় বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও মা মেডিকেল সেন্টার, সততা ক্লিনিকে সিলগালা করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা জানান, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়মিত কোন ডাক্তার নেই, নেই কোন এন্যাথেসিয়া, নোংরা পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড়পত্র না থাকায় এবং পরিবেশ ভালো না থাকায় সিলগালা করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।